এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স – বাংলাদেশ

শ্রমিকদের সঙ্গে মিরপুর ও চট্টগ্রামের ঘটনায় সংহতি: দায়বদ্ধতা হতে হবে বাধ্যতামূলক

প্রকাশের তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (আফওয়া) গভীর শোক, ক্ষোভ ও সংহতি প্রকাশ করছে মিরপুর (ঢাকা) ও চট্টগ্রামে সংঘটিত ভয়াবহ কারখানা অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের প্রতি।

এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো আবারও প্রমাণ করেছে যে, পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের জীবন ও নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে মুনাফাকেন্দ্রিক একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা কীভাবে অব্যাহত রয়েছে যেখানে লাভের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য কম।

মিরপুর: অবৈধ কারখানার অগ্নিকাণ্ডে ১৬ শ্রমিকের মৃত্যু

১৪ অক্টোবর, ঢাকার মিরপুরের শিয়ালবাড়ির ৩ নম্বর সড়কে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের মধ্যে অনেকেই শিশু।

আগুনের সূত্রপাত হয় একটি অবৈধ রাসায়নিক গুদামে, যা দ্রুত পাশের ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটিতে তিনটি অনিবন্ধিত গার্মেন্টস প্রিন্টিং কারখানা স্মার্ট ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্ট, আর. এন. ফ্যাশন, এবং বিসমিল্লাহ ফ্যাশন অবস্থিত ছিল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্রমিকরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভবনের ছাদের দরজা বন্ধ থাকায় কেউই বের হতে পারেনি। কোনো কারখানারই অগ্নি নিরাপত্তা সনদ ছিল না; সবগুলোই অনিবন্ধিত ও তদারকিবিহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছিল।

শ্রমিকদের কোনো সতর্কবার্তা, কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা, কোনো আত্মরক্ষার পথ ছিল না।

"১৬টি জীবন চলে গেছে তাদের মধ্যে কিছু শিশু, যাদের স্কুলে থাকার কথা ছিল, পোশাক কারখানায় নয়। এই কারখানাগুলো অনিবন্ধিত, সাবকন্ট্রাক্টেড, এবং তদারকির বাইরে পরিচালিত হচ্ছিল। আমরা দায়বদ্ধতা চাই কারখানা মালিকদের থেকে, সরকারের কাছ থেকে, এবং সেইসব ব্র্যান্ডের কাছ থেকে যারা এই শোষণমূলক ব্যবস্থার মুনাফাভোগী। কী ধরনের উন্নয়ন ! যেখানে শিশুদের জীবন মুনাফার আগুনে পুড়ে যায়? প্রতিটি শ্রমিক ও শিশুর জন্য ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।"
— সুলতানা বেগম, সভাপতি, গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও সদস্য সচিব, আফওয়া বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম: তথাকথিত "কমপ্লায়েন্ট" জোনে অগ্নিকাণ্ড

মাত্র দুই দিন পর, ১৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে (সিইপিজেড) আল হামিদ টেক্সটাইল-এ বিশাল অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রায় ৫০০ শ্রমিক তখন নয়তলা ভবনটিতে কর্মরত ছিলেন। দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

অধিকাংশ শ্রমিক প্রাণে রক্ষা পেলেও অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো তদন্তাধীন।

এ ধরনের একটি "কমপ্লায়েন্ট" অঞ্চলে এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারা তদারকি, আইন প্রয়োগ ও দায়বদ্ধতার ভয়াবহ সংকটকে স্পষ্ট করে। গোপন সাবকন্ট্রাক্টিং ইউনিট হোক বা তথাকথিত মাননির্ভর রপ্তানি জোন দুই ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা রয়ে গেছে প্রতিরোধযোগ্য শিল্প দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে।

একটি ব্যবস্থা, যা শিখতে অস্বীকার করে

এই অগ্নিকাণ্ডগুলো কোনো দুর্ঘটনা নয়, এটি এমন এক ব্যবস্থার ফল, যেখানে শ্রমিকদের জীবনকে অমূল্য নয়, বরং তুচ্ছ হিসেবে দেখা হয়। রানা প্লাজা থেকে মিরপুর ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত চিত্র একই: স্বেচ্ছাসেবী অডিট হয় বিপর্যয়ের আগে, তদন্ত হয় বিপর্যয়ের পরে, আর মাঝখানে থাকে দায়মুক্তি।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে যখন আইন প্রয়োগ হয় না এবং দায়হীনতা চলমান থাকে। শিশু শ্রমের ব্যবহার, নিরাপত্তা সনদের অনুপস্থিতি, এবং তথাকথিত "কমপ্লায়েন্ট" কারখানায় ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড সবই একটি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের গভীর পচনকে প্রকাশ করে, যেখানে লাভকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, মানুষের জীবনকে নয়।

আফওয়ার দাবি

আফওয়া নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবার এবং বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের প্রতি অবিচল সংহতি জানিয়ে নিম্নলিখিত দাবি জানাচ্ছে:

- মিরপুর ও চট্টগ্রামের দুই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে **পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ জনসম্মুখ তদন্ত**, যেখানে মালিকানা ও সোর্সিং ব্র্যান্ডের তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

- নিহত ও আহতদের পরিবারকে **পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন** নিশ্চিত করতে হবে।
- **শিশু শ্রম, ভবন নিরাপত্তা ও অগ্নি নিরাপত্তা আইন** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে — যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ থাকবে এবং বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা কাঠামো গঠন করা হবে।

ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতার লড়াই এখনই শুরু

আর না।

কোনো শ্রমিকের জীবন আর মুনাফার বিনিময়ে শেষ হওয়া চলবে না।

আফওয়া বাংলাদেশের শ্রমিক, তাদের পরিবার, এবং বিশ্বজুড়ে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে যারা নিরাপত্তা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতাভিত্তিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো সম্ভব হয়েছে একটি দায়বদ্ধতাহীন শাসনব্যবস্থা ও বৈশ্বিক গার্মেন্টস সরবরাহ শৃঙ্খলে দায়হীনতার কারণে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রমিক সংগঠনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একটি টেকসই পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন তা বাধ্যতামূলক ও প্রয়োগযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে গঠিত হবে। ব্র্যান্ডনির্ভর অডিট, কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম এবং স্বেচ্ছাচারী আচরণবিধি বারবার ব্যর্থ হয়েছে, কারণ ব্র্যান্ডগুলোর ক্রয়চর্চা উৎপাদনকারীদেরকে খরচ কমাতে ও অনিবন্ধিত, অনিরাপদ কারখানায় সাবকন্ট্রাক্ট করতে বাধ্য করে। এটি তদারকির ব্যর্থতা নয় বরং একটি মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থার সরাসরি ফলাফল।

আমরা প্রতিটি অগ্নিকাণ্ড, প্রতিটি প্রাণহানি ও প্রতিটি দুর্যোগের স্মৃতি বয়ে চলেছি নিছক সাক্ষী হিসেবে নয়, বরং এমন একটি আন্দোলনের অংশ হিসেবে, যা নিশ্চিত করবে যেন এমন ঘটনা আর কখনো না ঘটে। বিশ্ব ফ্যাশন শিল্পকে এখনই শ্রমিকদের প্রতি তাদের দায় স্বীকার করতে হবে এবং প্রকৃত, বাধ্যতামূলক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন পরিবর্তন আনতে হবে।

এর কম কিছুই দায়মুক্তির শামিল।